ভালো কিছু করতে ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ঠ

যখন কলম ধরেছি মার্চ মাস চলছে। লেখাটা হয়তো এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ পাবে। ভাবলাম, আমার মতো দুর্মুখের এসব নেগেটিভ কথা স্বাধীনতার মাসে মানায় না। এ লেখা স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবগাঁথা কোনো সুন্দর লেখার পাদটীকা হিসেবে দেখলেই চলে। এ ধরনের পাদটীকার গুরুত্বও সময়োপযোগী। তাই এই বিলম্বিত ক্ষুদ্র প্রয়াস। এদেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার অনেক ভালো ভালো দিক, অনেক ত্যাগের কথা এ মাসে আমরা কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। মার্চ ও ডিসেম্বর মাসে আমরা স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলো লিখে পত্রিকার পাতাগুলো ভরে ফেলি। কিন্তু 'চেরাগের নীচের অন্ধকার' আমরা আমলে নিই না, দূরও করি না। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই যেমন বাংলা ভাষা নিয়ে লেখার হিড়িক পড়ে যায়। এতে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের অতীত জানতে পারে, দেশ গড়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু অপ্রিয় সত্য এই যে, এদের সামনে আমরা না পারছি দেশ গড়ার ভালো কোনো দৃষ্টান্ত রাখতে, না পারছি তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়তে, না পারছি সুন্দর একটা পরিবেশ দিতে। যারা এদেশ শুষে খাচ্ছে অথবা যাদের এদেশে থাকার কোনো না কোনো দায়বদ্ধতা রয়ে গেছে, তারা বাদে অধিকাংশ নাগরিকের মাথায় একটাই চিন্তা, কীভাবে যত দ্রুত পারা যায় এদেশ ছেড়ে ভিন্ন কোনো দেশে শান্তির ঠিকানা খোঁজা যায়। স্বাধীনতা অর্জনে যে প্রজন্ম প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিল, তাদের অনেকেই ধীরে ধীরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে আশ্রয় নিয়েছেন; যারা আছেন তাদেরও সূর্য অস্তগামী। এ তিনটি মাসই এ দেশের গর্ব। আমি বিশ্বাস করি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতার ঘোষণা– তিনটিই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এখন প্রশ্ন, অন্য মাসগুলোতে আমরা দেশ ও ভাষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করি কী-না? এখন আমরা কোনো অন্যায়, দুর্নীতি, শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই কী-না? এখন আমরা সামষ্টিক স্বার্থ ভুলে ব্যক্তি-স্বার্থে অন্যায় ও শোষণের সাথে আপস করি কী-না? দুর্নীতি দেখতে দেখতে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, অনেকেই আপস করেছি; অনেকেই দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ও আটপৌরে ভেবে মেনে নিয়েছি। এসবই সমাজ ও মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তনের আয়না।

দেশ ও ভাষা নিয়ে এখন হারাবার তো আর কিছুই নেই। অতীতকে আবার মানুষ হারায় কী করে? এখন শুধু কাজ করার সময়, দেশ গড়া ও উৎকর্ষ সাধনের সময়। ভাষার উন্নতি করতে পারি, দেশেরও উন্নতি করতে পারি। আমরা কি তা করছি? এই একান্নবছরে আমাদের অভিজ্ঞতা কী বলে? বাস্তবে আমাদের চর্চা কী? আমরা কি ঠিক পথে এগোচ্ছি? নিজের কাছেই একবার প্রশ্ন করি না! আমাদের কি মানসিক বৈকল্যে ধরেছে? শতেক প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘোরে। আমরা কি আমাদের ইচ্ছেশক্তির একটু উন্নতি করতে পানিনে? আমরা যত তন্ত্র-মন্ত্র নিয়েই দেশ চালাই না কেন, শেষ পর্যন্ত তো আমাদের রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই ফিরে আসতে হয়। রাজনীতির কাছে দেশকে ও দেশের মানুষকে সমর্পণ করতে হয়। এর কোনো বিকল্প তো আমরা চারদিক তাকিয়ে কিছুই দেখিনে। রাজনীতিই যখন শেষ ভরসা, সেই রাজনীতিকে আমরা এতটা বছরে ভালো একটা ভিত্তি ও সংস্কৃতির উপর দাঁড় করাতে পারলাম না কেন? আমাদের কথা, কর্ম ও ইচ্ছেশক্তির ব্যবধান কি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে? এদেশের লোকজন কেন ক্রমশই মনুষ্যত্বের গুণাবলী হারিয়ে ফেলছে! আমি রাজনীতির সাতে-পাঁচে থাকিনে সত্য, কিন্তু কান টানলে মাথা আসে, ফলটা মাথায় এসে পড়ে। তখন আর চুপ থাকতে পারিনে। কোনো দলকানা না-হয়ে নিখাদ বাস্তবতা নিয়ে সোজাসাপটা কিছু কথা বলি। তাই রাজনীতি নিয়ে লিখতে ইচ্ছে না হলেও কখনো কখনো এ বিষয়ে চাপা ক্ষোভটা প্রকাশ করতে বাধ্য হই। কারণ রাজনীতির অবস্থা মানেই দেশ, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে তার প্রভাব। এদেশের রাজনীতি মানে রাজনীতি দিয়ে

যে-সব যোগ্য (?) ব্যক্তি নিজের জন্য ভালো কিছু পেতে চায়, দলের জয়কীর্তন গেয়ে, খোল-সানাই বাজিয়ে, আসর মাতিয়ে নিজের ঘরে ফসল তুলতে চায়, আমরা তো শুধু তাদেরকেই সাথে পেতে চাই; তারাই 'আসরে কল্কে পায়'।

এই যে মানুষ মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে যত কথা বলছে, অথচ বাস্তবে যা করছে, তার কথার সাথে কাজের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিল নেই। কম পড়লেই পরে টের পাই। বুঝি, ইচ্ছেশক্তি নেই, লেফাফাদুরস্ত কথা আছে। ইচ্ছেশক্তি থাকলে এই একান্ন বছরে অবশ্যই অনেক কিছুই করতে পারতাম। যে রাজনীতি একটা দেশের উন্নতি-অবনতির নিয়ামক, অন্তত সেটাকে এতটা বছরেও একটা সুস্থ ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারলাম না কেন? কথাগুলো বলতেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগি, কি জানি কে কিভাবে নেয়। আমার কাছে মনে হচ্ছে, এ দেশের যত অব্যবস্থা, অনিয়ম, দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতির ব্যবসা, মিথ্যা ও নীতিহীনতার দাপট, সব কিছুই রাজনীতিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। রাজনীতি ভালো, তো দেশ ভালো। রাজনীতিতে 'নীতি' না থাকলে 'রাজনীতি' থাকে কী করে? বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টা এড়িয়ে যাবার কোনো অবকাশ নেই। রাজনীতি গড়ে উঠেছে 'সমাজসেবা', 'জনসেবা', 'দেশসেবা' শব্দগুলোর উপর ভর করে, সেখানে আবার ব্যক্তিস্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ আসে কী করে? অথচ আমরা তো রাজনীতিতে জনসেবার নামে, দলের নামে ব্যক্তিস্বার্থের জয়গান শুরু করে দিয়েছি। এদেশের সকল 'নষ্ট গুড়ের খাজা' এই দিগ্‌ভ্রষ্ট রাজনীতি। আমরা পারস্পরিক দোষা-দোষীর উপর ভিত্তি করে সব রাজনৈতিক দলগুলোই দাঁড়িয়ে আছি। সব জায়গায়ই ইচ্ছেশক্তির বড় অভাব দেখতে পাচ্ছি। পত্রিকা খুললেই ভীতিকর নেগেটিভ খবর। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ– শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ সক্রিয় ও কার্যকর থাকলে এত দুর্নীতি, অব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের নয়ছয় পত্রিকার পাতায় আসে কোত্থেকে? এসব বিভাগের জবাবদিহি, ইচ্ছেশক্তি কোথায়?

আমি একজন প্রফেশনাল এ্যাকাউনটেন্ট। ছাত্রজীবন থেকেই বড়-টাকার অঙ্ক পড়া ও লেখার অভ্যাস। এ দেশের বড় বড় টাকার অঙ্ক আত্মসাৎ ও পাচারের কাহিনী পত্রিকায় পড়ে আমার চোখ চড়কগাছে উঠে যাচ্ছে। এর নামই কি রাজনীতি? নির্বাচনের পদধ্বনি শুনছি। যে ভাবেই হোক একটা নির্বাচন হলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তাহলে এ দেশের রাজনীতির উদ্দেশ্য আসলে কী? এ প্রশ্ন আজ আমার মাথায় আসছে। এই একান্ন বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে এসব নেগেটিভ কথা ভাবতে বাধ্য করছে।

ইচ্ছেশক্তি যদি থাকতো এই একান্ন বছরে অনেক কিছুই হতো, রাজনীতির সুস্থ ভিতটা অন্তত হতো। 'রাজনীতিতে নীতি'টা অন্তত তৈরি করতে পারতাম। আমরা বলি, 'যাহা একান্ন তাহাই বায়ান্ন'। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও ভাবি, একান্ন বছরে যা হয়নি, তা বায়ান্ন বছরে রাতারাতি হয়ে যাবে, এটা অলৌকিকভাবে হয়ে যাবে ছাড়া সম্ভবপর নয়। কারণ 'খসলত না যায় ম'লে, ইল্লত না যায় ধুলে'। বরিশালে গিয়ে একটা কথা শিখেছিলাম, 'আগের লাঙ্গল যেদিকে যায়, পিছনের লাঙ্গলও তার পিছ পিছ যায়'। কথাটা তো সত্য। এসব কথা বললে আমি আবার নৈরাশ্যবাদীর দলে পড়ে যায়। কিন্তু মনের উপর তো কোনো কবিরাজি চলে না। সাহিত্যের সাবলীল ভাষা দিয়ে অনেক অমূলক ভালো কথা লিখে কারো সুদৃষ্টি হাসিল করা যায় সত্য। কিন্তু ইনিয়ে-বিনিয়ে অতি আশার বাণী সুশ্রাব্য করে বললে যে প্রকারান্তরে মিথ্যা বলা হয়, এটাও তো মনে পীড়া দেয়। এটা প্রতারণার শামিল। আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়। তাই আমি 'জেনেশুনে বিষ করেছি পান' বলা যায়। কারণ বৈশাখি ঝড়ো মেঘের কাছে শ্রাবনের মুসলধারে বর্ষণ চাওয়া তো অবাস্তব, দুরাশাও বটে। অলৌকীক কিছু না ঘটলে আগামী এক বছরে 'মহান রাজনীতিবিদ'দের দিয়ে দেশের অনেক বড় কিছু হয়ে যাবে আমার ভাবতে কষ্ট হয়। একথা এই কলামে অনেকবার লিখেছি যে, দেশের মানবসম্পদ নষ্ট করে, বিপথে চালিয়ে দেশের উন্নতি কোনোক্রমেই আশা করা যায় না। আমরা দেশের উন্নয়ন বলতে যদি কতিপয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ভাবি, তাহলে ভুল হবে। প্রতিটা অবকাঠামো নির্মাণে আমাদের প্রকৃত খরচের তুলনায় কয়েকগুণ টাকা বেশি খরচ করতে হচ্ছে। এটা অপ্রত্যাশিত। মানবসম্পদ উন্নয়নসহ অনেককিছু উন্নয়নের নামে আমরা যত

বড় প্রজেক্টই হাতে নিই না কেন, এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ তেমন কিছু আসছে না। এগুলো কিসের আলামত? ইচ্ছে করলে অনেক তথ্য-উপাত্ত দিয়েও তা প্রমাণ করা যায়। এই স্বল্প পরিসরে হয়তো তা সম্ভব নয়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন,'ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না, যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'। সবকিছুতেই মনে হচ্ছে, দেশের উন্নয়নে যা যা দরকার, তা করতে প্রথমেই ইচ্ছেশক্তি দরকার। সে ইচ্ছেশক্তি কি আমাদের আছে? সে ইচ্ছেশক্তিতে মনের কোণে গরমিল রয়ে গেছে।

আমি শিক্ষক। যখনই কোনো ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শেষে বিদায় নিতে আসে, তাদের বাস্তবতা বোঝার বয়স হয়ে যায়। এদেশের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অব্যবস্থা, প্রতারণাচক্র, রাজনৈতিক ব্যবসা, সীমাহীন মিথ্যাচার, বেকারত্ব, দলবাজীর কথা আমার কাছে জানতে চায়, কারণ জানতে চায়। আমি কী উত্তর দেবো, কাকে দোষ দেবো, ভেবে পাই না। এ দেশের শহর, গ্রাম-গঞ্জ, ও প্রতিটা জনপদের খোঁজ-খবর আমি নিই, কখনো পত্রিকার মাধ্যমে, কখনো পরিচিতজনদের কাছ থেকে। জীবন ও সমাজ বিশ্লেষণ আমার অভ্যাস ও নেশা। সব জায়গাতেই দেখি ও শুনি, এদেশের সকল রাজনৈতিক দল রাজনীতির নামে আর্থিক রসদের বোতল ফিডারের মতো করে সমাজের অভ্যন্তরে গজিয়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ 'সুবিধাভোগী চাটুকার' ও 'কর্তাভজা সম্প্রদায়ের' মুখে উপুড় করে ধরে রেখেছে। তারা পেট ভরে খেয়ে নিজেকে পুষ্ট করছে আর কর্তার গুণকীর্তন করছে। টাকা ছাড়া কোথাও কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না। এ আবার কেমন রাজনৈতিক ধারা আমরা তৈরি করেছি? এর শেষ কোথায়? জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ একবার নষ্ট হয়ে গেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কি এতই সহজ?

আজকেই যুগান্তর পত্রিকায় পড়লাম, '...-এর হাতে টাকার মেশিন, পরিবারের সবাই কোটিপতি; দুদকের তদন্ত: ৫ বছরে ৩২ ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলন ২১ কোটি টাকা, গড়েছেন বিপুল সম্পদ' শিরোনাম। একজন ডিপ্লোমা পাশ প্রকৌশলীর 'কর্মগুণ'। এ তো এক দিনের চর্চা নয়, সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই শুরু। মাত্রা ক্রমশই তীব্র গতিতে তীব্রস্বাদে বাড়ছে। আগে শুনতাম লক্ষ, লক্ষের জায়গায় এলো কোটি, তারপর শত কোটি, হাজার কোটি, বর্তমানে শুনছি লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি। টাকার অঙ্ক শুনলেই প্রাণটা প্রথমে ধড়াস করে ওঠে, এত টাকা! বেশিরভাগ টাকাই নাকি বিদেশে পাচার হচ্ছে। এদের অনেকেই কি সরকারি কোনো না কোনো অফিসের কর্মচারী-কর্মকর্তা নন? কোথায় আইনের প্রয়োগ? অনেকেই বলবেন, 'কেন, ঐ যে, দুদক তদন্ত করছে। দুদক কত পরসেন্ট দুর্নীতির তদন্ত করছে? পুরো তদন্ত হলে তো 'লোম বাছতে কম্বল উজাড়' হবে। এদেশে এ ভাইরাস তো করোনা ভাইরাসের থেকেও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। এই একান্নবছরে আমরা কি হরেক-রকম শোষণের নাগপাশমুক্ত হতে পেরেছি? ভাবতে অবাক লাগে, এত টাকা এদেশে ছিল কোথায়? প্রকৃতপক্ষে কাদের টাকা এগুলো? সাধারণ মানুষ কাদেরকে তাদের জান-মাল রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিল? তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে? দীর্ঘ একান্ন বছরের যথার্থতা (প্রপ্রাইটি) অডিট কী বলে? এদেশের রাজনৈতিক দলের জন্য আলাদাভাবে চিন্তা ও কর্মের বড় আকারের কোড অব এথিক্স প্রণয়ন, জবাবদিহীতার আইন প্রণয়নের সময় এসে গেছে। এদেশে অনেকেই আছেন যারা এ আইনের খসড়া প্রস্তুত করে দিতে পারেন।

(৪ এপ্রিল ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।